দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12-JUL-2008
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা জরুরি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের একটি প্রধান এনজিও ব্র্যাককে ছয় বিভাগের ৩০টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজটিও ব্র্যাকের ওপর ন্যস্তপূর্বক পরিপত্র জারি করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বিভিন্ন মহলে সরকারের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত শুরু হইতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গত ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন উপজেলায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করিয়াছে। ইহারা একই দিনে রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব একটি এনজিওর হাতে ন্যস্ত করায় সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পরিপন্থিও বটে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক-নেতারা বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি পেশ করিয়াছেন। হুমকি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের দাবি মানা না হইলে শিক্ষকরা ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণ ও আদম শুমারিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হইতে বিরত থাকিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা নাগরিকের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। নাগরিকের এই মৌলিক অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা কোনো সরকারেরই অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। উপরন্তু বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন বা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার লইয়াও প্রশ্ন তোলার অবকাশ রহিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে প্রাথমিক শিক্ষাকে 'এনজিওকরণ'-এর সিদ্ধান্তটি এনজিও ও উহার সাহায্যদাতার সহিত সরকারের গোপন বোঝাপড়া বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করাটা স্বাভাবিক। দেশের নানা ক্ষেত্রে সাহায্য ও সেবামূলক কাজের জন্য শত শত কোটি টাকার বিদেশী যাত সংগ্রহ করিতেছে এনজিওগুলি। কিন্তু এনজিওর মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন প্রত্যাশা অবান্তব। অন্যদিকে এনজিওগুলির বিপুল মুনাফা লাভের বাণিজ্যিক মানসিকতাও দেশবাসীর অজানা নহে।

আমরা ইতিপূর্বে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া সম্পাদকীয় লিখিয়াছি। কেননা সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমরা এনজিও বা বিশেষ কোনো কোটারির সরকার হিসাবে দেখিতে চাহি না। অনির্বাচিত ও অন্তর্বর্তীকালীন এ সরকার সকল ভালো কাজ করিবার জন্য ক্ষমতায় আসে নাই। তদুপরি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে এনজিওর ওপর নির্ভরশীলতা সরকারের ভাল কাজ হিসাবে চিহ্নিত হইবার বদলে নিন্দা অর্জনের আশঙ্কাই বেশি। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তটি অবাঞ্ছিত এবং অবিবেচনাপ্রসূত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে বিভিন্ন মহলে। আমরা মনে করি, শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে শিক্ষা সংস্কার ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই এ কাজটি করিতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে শিক্ষা কখনই জাতির মেরুদণ্ডকে পোক্ত করিবে না। বরং মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেওয়ার দায় কমবেশি সরকারের উপরই বর্তাইবে। এনজিওর হাতে দেশের আংশিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির ভার তুলিয়া দেওয়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতাও আড়াল করা যাইবে না। বিষয়টি লইয়া পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হইয়া উঠিবার আগে সরকার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করিবে, আমরা ইহাই প্রত্যাশা করি।